বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রকা/আরএমডি-৩০/অংশ-৭/২০১৬-২০১৭/১০১০(১২৫০) তারিখ-০১-০২-২০১৭

০১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
০২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
০৩। উপ মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা
০৫। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
০৭। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অঙ্গীকার।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দেশের অগ্রগতির একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দেশের জননিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিশেষভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও জঙ্গী তৎপরতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়। তাই বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সাধারনতঃ গ্রাহকের হিসাবে লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই গ্রাহকের হিসাবে লেনদেনে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপন (Risk identify) করা এবং ঝুঁকির impact/conseqence কি হতে পারে তা নিরূপণপূর্বক উহা mitigate করার দায়িত্ব ব্যাংকার হিসেবে আমাদের উপরই বর্তায়। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আমরা দেশ ও জাতীর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং সেই অঙ্গীকার কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

০৩। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান, দেশের বিদ্যমান আইন, বিধি বিধান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনস এর আলোকে বিভিন্ন সময়ে প্রধান কার্যালয় হতে ম্যানুয়েল, পলিসি, **Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines** প্রনয়ন করে তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এই প্রতিষ্ঠান যাতে এ ধরনের ঝুঁকি হতে মুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করা। সুতরাং পরিকল্পনা অনুযায়ী AML/CFT সম্পর্কিত আইন ও তদ্‌সূত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের (CCU) নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে ঃ-

(১) প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়ন/নিয়োগ সম্পর্কিত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ (মাস্টার সার্কুলার) তারিখ ২৮-১২-২০১৪ এর ১.০৪ অনুচ্ছেদের নিদের্শনা অনুসরন করতে হবে এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-৬.০৪ এ বর্ণিত BAMLCO এর দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

(২) বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০(মাস্টার সার্কুলার) এর ২.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোন হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না। এ প্রসংগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৭-১১-২০১৬ তারিখের ৫৮৮(১২০০) নং পত্রের অনুচ্ছেদ ১০ এর নিদের্শনা অনুসরন করতে হবে;

(৩) ৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা সকল হিসাবের KYC Procedures সম্পন্ন করার বিষয়ে মাস্টার সার্কুলার-১০ এর ৩.৪(৯) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে;

(৪) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন (STR) সনাক্তকরনের কর্মপদ্ধতি এবং রিপোর্টিং সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার ১০ এর ৭ নং অনুচ্ছেদ এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৩ এর ১০.০৪ অনুচ্ছেদ ও সর্বশেষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৯-০৩-২০১৬ তারিখের ৯২৫(১২৫০) নং পত্রের নির্দেশনা পরিপালন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

চলমান পাতা/০২

(৫) বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ (মাস্টার সার্কুলার) এর ৮.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত Self Assessment এর জন্য নির্ধারিত চেক লিষ্ট (পরিচ্ছেদ-ঙ) মোতাবেক ষান্মাসিক ভিত্তিতে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে AML/CFT সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে প্রতিটি শাখাকে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় (Self Assessment) করতে হবে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে নিজ দায়িত্বে অঞ্চলাধীন সকল শাখা হতে Self Assessment প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তা একটি অগ্রপত্রের মাধ্যমে ষান্মাসিক শেষের পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে CCUতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(৬) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান রোধকল্পে আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer) ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Domestic wire transfer) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মাস্টার সার্কুলার-১০ এর ৯নং অনুচ্ছেদ এবং মানিলনাডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েলের-২০১৩ এর ৮নং পরিচ্ছেদে এ উল্লেখিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

(৭) ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে উপস্থাপিত সকল কর্পোরেট/প্রোপাইটরশীপ প্রতিষ্ঠানের ১.০০ লক্ষ ও তদুর্ধ মূল্যমানের এবং ব্যক্তি হিসাবের ৫.০০ লক্ষ ও তদুর্ধ মূল্যমানের চেক পরিশোধ করার ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী "গ্রাহক সম্মতিপত্র" (Positive Payment Instruction) গ্রহণ করতে হবে। নতুন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Positive Payment System এর আওতায় নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে এবং চালু হিসাবেবর ক্ষেত্রেও গ্রাহকের নিকট থেকে Positive Payment বিষয়ে সম্মতিপত্র গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার-১০এর ৩.৪(৬) নং অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে;

(৮) এএমএল সার্কুলার নং ১৫ তারিখ ২৪ মার্চ, ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক শাখার নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনকালে Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেক লিষ্ট এর উপর ভিত্তি করে শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষা করে শাখার মান নির্ণয়পূর্বক এতদ্সংক্রান্ত বিএফআইইউ মাস্টার সার্কুলার নং-১০ এর পরিশিষ্ট-চ অনুযায়ী Independent Testing Procedures প্রতিবেদন CCU তে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৩ এর ১৩.০০ অনুচ্ছেদে বর্নিত নির্দেশনা পরিপালন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

(৯) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৩ এর ১৪ অনুচ্ছেদ এর মাধ্যমে গঠিত আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক AML/CFT সম্পর্কিত শাখার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ/তদারকীকরণের নির্দেশনা এবং দায়িত্ব যথাযথ পরিপালন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সর্বশেষ পত্র নং আরএমডি-৩০/মনিটরিং/২০১৬-২০১৭/১৫৮(২০০) তারিখ-০২-০৮-২০১৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(১০) AML/CFT সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৩ এর ৬.০২ হতে ৬.০৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দায়িত্বসমূহ (CAMLCO এর দায়িত্ব, শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব, BAMLCO এর দায়-দায়িত্ব, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব, ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব) সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপালন করতে হবে;

(১১) **Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines** এর ৫.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (CAMLCO) কে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(১২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং ব্যাংকিং খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্নাংগ তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইকরণ এবং হিসাব খোলার ক্ষেত্রে অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম, KYC, TP, KYC Profile Form সঠিকভাবে পূরণসহ লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে ঝুঁকি অনুযায়ী গ্রাহকের শ্রেণীকরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তবতা ও স্বচ্ছতার নিরীখে KYC, TP আপগ্রেড করতে হবে;

(১৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে CTR যোগ্য সকল লেনদেনের নির্ভুল ও পূর্নাংগ তথ্য সম্বলিত CTR প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে যথাসময়ে (প্রতি মাসের CTR পরবর্তী মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে) CCU তে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ করতে হবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে সঠিক/নির্ভূল CTR প্রতিবেদন প্রেরনে ব্যর্থতার জন্য বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জরিমানা আরোপের বিধান রয়েছে। কাজেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীল ও সতর্ক থাকতে হবে;

(১৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, কাষ্টমস অথোরিটির (সরকারী পাওনা আদায় সম্পর্কিত) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চাহিত ব্যাংক হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি কাংখিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শাখা/কার্যালয়সমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় এবং মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(১৫) বৈধ বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি বিদেশে পাচার রোধ কল্পে প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগসহ বৈদেশিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত শাখা/কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

চলমান পাতা/০৩

(১৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত AML/CFT সংক্রান্ত সিষ্টেম চেক প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। AML/CFT সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিধারনের আওতায় কেন্দ্রীয় পরিপালন ইুনিট CCU নমুনা ভিত্তিতে বছরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখায় সিষ্টেম চেক/ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করে পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(১৭) জাল MICR চেক উপস্থাপনপূর্বক BACH এর মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ রোধে BACH সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন এবং এ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের অপারেশন রুল্‌স ও গাইডনোটস্ যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

(১৮) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনার আলোকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভূক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি/সত্তার নামে শাখাসমুহ কর্তৃক এবং তাৎক্ষনিকভাবে (Real time) যাচাই করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকের বাস্তবতার নিরীখে BFIU থেকে প্রাপ্ত তালিকা আপলোডসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কোন হিসাব খোলা বা লেনদেন পরিচালনার সময় ব্যাংকের/ শাখার CBS থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automated) যাচাই করতে হবে;

(১৯) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৭ সালে AML/CFT কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকের মান (rating) যাতে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকে সে ব্যাপারে CCU কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(২০) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCU) এর গাইডলাইন্স, ম্যানুয়েল ও বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পত্র, পরিপত্রের আলোকে বিকেবি, স্টাফ কলেজ কর্তৃক নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের AML/CFT সংক্রান্ত প্রশিক্ষন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে;

(২১ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ সংশোধিত (২০১৫) এর ২৫(খ) ধারার বিধান অনুযায়ী গ্রাহকের হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে;

০৪। উল্লেখিত নির্দেশনা ছাড়াও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCU) থেকে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পত্র, পরিপত্রের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক ও অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাসহ উপরোক্ত বিষয়াদি পরিপালন/বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আরও সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রেখে অত্র ব্যাংকের AML/CFT বিষয়ক কার্যক্রমের রেটিং সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো। সে সাথে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ শাখা পরিদর্শনকালে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা শাখা কর্তৃক যথাযথ পরিপালন/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন। ২০১৭ সালে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন রোধকল্পে কাজ করার জন্য আমরা সকলে বদ্ধপরিকর এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মুহম্মদ আউয়াল খান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রকা/আরএমডি-৩০/২০১৬-২০১৭/১০১৩ (১২৫০)

তারিখ- ০১-০২-২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়দ্বয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। নথি/মহানথি।

(ড. মোঃ শাহজাহান)
মহাব্যবস্থাপক, আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ
এবং
প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা(CAMLCO)

f:\Amzad spo RMD AML/CFT